কালীমাতা প্রোডাকসন্সের নিবেদন

শুভ সন্ধ্যা

উপেদেষ্টা
প্রান্তিক

পরিচালনা
বীরেশ্বর বসু

সংগীত
নচিকেতা ঘোষ

পরিবেশনা · কালীমাতা ফিল্মস্

কালীমাতা প্রোডাকসন্সের প্রথম নিবেদন

পদ্মশ্রী সুচিত্রা সেন অভিনীত

শ্রাবণ সন্ধ্যা

পরিচালনা : বীরেশ্বর বসু কাহিনী : গৌতম সরকার সংগীত : নচিকেতা ঘোষ

উপদেষ্টা : প্রান্তিক

পরিকল্পনা ও প্রধান সম্পাদক : অর্ধেন্দু চ্যাটার্জী। গীত রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। অতিরিক্ত সংলাপ : অরবিন্দ মুখার্জী। চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা : শেখর চ্যাটার্জী তত্ত্বাবধায়ক : শৈলেন সরকার। চিত্রগ্রহণ পরিচালনা : দীনেন গুপ্ত। অতিরিক্ত চিত্রগ্রহণ : বিজয় দে, বিভূতি চক্রবর্তী। শিল্প নিদেশনা : সুনীল সরকার, সুধীর খান। শব্দগ্রহণ : জে, ডি, ইরাণী। সংগীত গ্রহণ : শ্যামসুন্দর ঘোষ সত্যেন চ্যাটার্জী। আবহসংগীত ও শব্দপুনঃর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ। সম্পাদনা : চিত্ত দাস, দেবদাস গাঙ্গুলী। প্রধান কর্মসচিব : শিবপদ মিত্র। প্রধান সহকারী পরিচালক : কাজল মজুমদার ও সুজিত গুহ রূপসজ্জা : মনতোষ রায়। সাজসজ্জা : সরযূলাল, নিমাই সমাজদার। ব্যবস্থাপনা : সুধীর রায়, বিশু রায়। স্থিরচিত্রগ্রহণ : পিক্‌স স্টুডিও ও এডনা লরেঞ্জ। পরিচয় লিখন : দিগেন স্টুডিও। প্রচার উপদেষ্টা : শ্রীপঞ্চানন। প্রচার অঙ্কন : এস. স্কোয়ার, ডিজাইন, পালিত, রতন বরাট, রূপায়ণ. অরুণ চ্যাটার্জী. এ. কে, কনসান, জে. এল. কে.। প্রচার সচিব : নিতাই দত্ত পরিস্ফুটনে : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, ফণীভূষণ রায়, নিরঞ্জন চ্যাটার্জী, রবীন ব্যানার্জী, কানাই ব্যানার্জী। আলোক নিয়ন্ত্রণে : প্রভাষ ভট্টাচার্য, ভবরঞ্জন দাস, সুনীল শর্মা, তারাপদ, সুভাষ, কাশী কাহার (টেকনিসিয়ান্স স্টুডিও). হেমন্ত দাস, সুখরঞ্জন দত্ত, মনোরঞ্জন দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ দাস, বিজয় ঘোষ, মংরু কুর্মী (ইন্দ্রপুরী স্টুডিও)।

কণ্ঠসংগীতে : পদ্মশ্রী মান্না দে সন্ধ্যা মুখার্জী । আরতি মুখার্জী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : সর্বশ্রী আশুতোষ সেন, পদ্মশ্রী সুচিত্রা সেন, সলিল সেন, দীপচাঁদ কাঙ্কারিয়া, সলিল ব্যানার্জী (পূর্ণ সিনেমা), বলাই বিশ্বাস (রাধা সিনেমা), বিশ্বনাথ নায়ক, পরিমল সরকার, অজিত নাগ, সুনীল সেন, সুধীর গুহ, তারাপদ লাহিড়ী।

সহকারীবৃন্দ : পরিচালনায় : তপন চ্যাটার্জী. মিহির সরকার, তপন মুখার্জী। সংগীত পরিচালনায় : ভি. বালসারা, অলক দে। শব্দগ্রহণে : সিদ্ধি নাগ। সংগীত গ্রহণে : বলরাম বারুই। শিল্প নির্দেশনায় : অনিল পাইন। পটশিল্পে : নবকুমার কয়াল। চিত্রগ্রহণে : বেণু দাস, কান্তি তেওয়ারী, রবীন ভট্টাচার্য। শব্দ পুনর্যোজনায় : জ্যোতি চ্যাটার্জী, ভোলানাথ সরকার, গোপাল ঘোষ। রূপসজ্জায় : পাঁচু দাস। ব্যবস্থাপনায় : খোকন দাস, অজিত পাণ্ডে, পণ্ডিত, পঞ্চু। পরিচয় লিখনে : লালটু রায়। সম্পাদনায় : চিত্ত দাস। প্রচারে : অধ্যাপক শান্তিময় কারফর্মা, এম.এ, সুকান্ত গাঙ্গুলী এম. এ, দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল, নিকুঞ্জকিশোর বসু ও শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী দত্তগুপ্ত, এম. এ,

কাহিনী

ঐশ্বর্যশালী গাঙ্গুলী পরিবার—আদিনাথ ও শম্ভুনাথ দুই ভাই আর তাদের একমাত্র বাল্য-বিধবা বোন মাধবী। আদিনাথ ও শম্ভুনাথ দু'জনেই বিবাহিত। আদিনাথের এক মেয়ে ও এক ছেলে—শম্ভুনাথের কোন ছেলেমেয়ে নেই। বড় ভাই আদিনাথ সৎ, ধার্মিক ও আদর্শবান, শম্ভুনাথ লম্পট ও চরিত্রহীন।

গাঙ্গুলী বংশের মুখে কলঙ্ক লেপন করে শম্ভুনাথ হত্যার অপরাধে জড়িয়ে পড়ে এবং তার দীর্ঘদিন কারাবাসও হয়। সেই আঘাতে বৃদ্ধ পিতার মৃত্যুও হয়—আর শম্ভুনাথ হারায় তার সতী সাধ্বী স্ত্রীকে।

জেল থেকে বেরিয়ে এসে শম্ভুনাথ জানতে পারে সে পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত। প্রতিশোধ পরায়ণ শম্ভুনাথ তার প্রাপ্য আদায় করবার জন্য দাদার একমাত্র ছেলে রতনকে চুরি করায়।

আদিনাথ গাঙ্গুলী-বংশের ঐশ্বর্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী মাতৃহারা শীলাকে বন্ধু অঘোরনাথের প্রথম পক্ষের পুত্র অমরের সঙ্গে বিবাহ দেবার মনের বাসনা। তাই শিল্পী অমর বিমাতার প্ররোচনায় বাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়ে আশ্রয় পায় আদিনাথের বাড়ীতে।

পরিবারের ডাক্তার ঐশ্বর্যের লোভে চেয়েছিল আপনার ভাগ্নে তিমিরের সঙ্গে শীলার বিবাহ। কিন্তু অমরনাথ ও শীলার ঘনিষ্টতা ডাক্তারের মনের বাসনা মনেই থেকে যায়।

শম্ভুনাথের কাছে রতন রাজীব নাম নিয়ে স্নেহে লালিত পালিত হচ্ছিল। ডাক্তার শম্ভুনাথের সহায়তায় অমরকে সরিয়ে দেবার চক্রান্ত করে।

অমরনাথের শিল্পবোধের পরিচয় ও তার ঐকান্তিক সাধনায় আকৃষ্ট হয়ে আদিনাথ উচ্চশিক্ষালাভের জন্য তাকে বিদেশে পাঠায়। সেই সুযোগে ডাক্তার শম্ভুনাথের সহায়তায় চক্রান্ত করে আদিনাথ ও শীলাকে খবর দেয়—অমর "মেম" বিয়ে করেছে।

এদিকে রাজীব শম্ভুনাথের আইনউপদেষ্টার মেয়ে জুলির প্রেমে পড়ে। দুজনের মধ্যে যখন মন দেওয়া নেওয়ার পালা শেষ তখন জুলির বাবা জুলিকে জানায় রাজীব শম্ভুনাথের নিজের ছেলে নয় কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে—আর শম্ভুনাথ একজন চোরাকারবারী। জুলি আঘাত পেয়ে রাজীবকে এড়িয়ে চলে। ইতিমধ্যে অমর ফিরে আসে বিলেত থেকে। কিন্তু আদিনাথের অবর্তমানে শীলার ঔদাসিন্যে আবার গৃহহারা, তার নিজের জীবনে আবার আসে বিপর্যয়। ডাক্তারের প্ররোচনায় সে বিপর্যয়ের গতি এনে দেয় ধ্বংস। রাজীব জানতে চায়—জুলির অবহেলার কারণ। জুলি বাধ্য হয় বলতে—সে কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে। রাজীব ছুটে যায় শম্ভুনাথের কাছে—তার সত্যিকারের পরিচয় জানবার জন্য।

এরপর শম্ভুনাথ কি করবে? শীলা কি ফিরে পাবে তার প্রেমাস্পদকে?

সংগীত

● কণ্ঠ : সন্ধ্যা মুখার্জী ●

দুষ্টু হাসি
দুষ্টু হাসি মিষ্টি চাওয়া
লাগে যে মধুর
দুষ্টু হাসি মিষ্টি চাওয়া
মেঘ ছায়া প্রাণে আনে
মিতালিরই সুর গো
প্রাণে ঝুমুর ঝুমুর
বাজে শ্রাবণ নূপুর
প্রাণে ঝুমুর ঝুমুর
বাজে শ্রাবণ নূপুর
এসো এসো এসো ওগো পথ চিনে
এসো এসো এসো ওগো পথ চিনে
দাও সাড়া এমন মেঘের দিনে
মনে হবে স্বপন যে বধুর
মনে হবে স্বপন যে বধুর
আমায় করেছো মধুর
আমায় করেছো মধুর
দুষ্টু হাসি
দুষ্টু হাসি মিষ্টি চাওয়া
লাগে যে মধুর
দুষ্টু হাসি মিষ্টি চাওয়া
ও - ও - ও - ও - ও
হায়রে কতই প্রহর গেল
শুধুই দিন যে গুণি
বৈশাখী ঐ ঝড় উঠেছে
হাওয়ার গান যে শুনি
আমি হাওয়ার গান যে শুনি
জ্বলে জ্বলে .
জ্বলে জ্বলে যায় আলো মুছে
জ্বলে জ্বলে
জ্বলে জ্বলে যায় আলো মুছে
আশা জাগে
হায় আশা জাগে
জাগে ভাষা ভালবাসা
জাগে ভাষা ভালবাসা
বাজে গো নূপুরের ছন্দ মধুর
দুষ্টু হাসি
দুষ্টু হাসি মিষ্টি চাওয়া
লাগে যে মধুর
দুষ্টু হাসি মিষ্টি চাওয়া

● কণ্ঠ : মান্না দে ●

হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ
আহা আহা আহা আহা আহা
ছুরি কিংবা বোমা
দাঁড়ি কিংবা কমা
কিছুই মানিনা শুধু জানি
আমি এক টপ মস্তান
ছুরি কিংবা বোমা
দাঁড়ি কিংবা কমা
কিছুই মানিনা শুধু জানি
আমি এক টপ্ মস্তান
আমি গরীবের দোস্ত
ধনীদের দুষমণ, শয়তান
চিড় করে হয়ে যায় খুশমন
আমি গরীবের দোস্ত
ধনীদের দুষমণ, শয়তান
চিত্ করে হয়ে যায় খুশমন
এ কথাটা মনে করে রাখবেন
বিপদে আপদে আমাকেই ডাকবেন
আমি চাইনা, আপনারা মিছিমিছি পসতান
আমি চাইনা আপনারা মিছিমিছি পস্তান
শুধু জানি আমি এক টপ্ মস্তান
ছুরি কিংবা বোমা দাঁড়ি কিংবা কমা
কিছুই মানি না
শধু জানি আমি এক টপ্ মস্তান
আপনার ভাড়াটে কি দিচ্ছেনা ভাড়াটা
বোকা বলে জানেননা কলকাঠি নাড়াটা
আমাকে ডাকবেন দ্যাখাবো খেলাটা
(আর) তাহলেই বাছাধন টের পাবে ঠেলাটা
যে টাকাটা ঠিক হবে রাজী আমি তাইতে
দেখবেন পাওনাটা না যেন হয় চাইতে
কাজটা গুছিয়ে নিয়ে দেবেন না প্রস্থান
আমি চাইনা আপনারা মিছিমিছি পস্তান
শুধু জ নি আমি এক টপ্ মস্তান
ছুরি কিংবা বোমা দাঁড়ি কিংবা কমা
শুধু জানি আমি এক টপ্ মস্তান
চোঙা প্যান্ট হিপিটা খুব বুঝি বাড়ছে
আপনার মেয়েটাকে হিড়িক কি মারছে
আমাকে ডাকবেন দেব ঠিক খেঁদিয়ে
দেখাবো বৃন্দাবন ভাল করে পেঁদিয়ে
যে টাকাটা ঠিক হবে রাজী আমি তাইতে
দেখবেন পাওনাটা না যেন হয় চাইতে
আমি মাঝে মাঝে ঘুসি মারি না পরেই দস্তান
আমি চাইনা আপনারা মিছিমিছি পস্তান
শুধু জানি আমি এক টপ্ মস্তান।

● কণ্ঠ : আরতি মুখার্জী ●

লা - লা - আ - হা - উঃ - উঃ
আহা - লালা - আ-হা-হা-লা
চলতে চলতে জানিনা কোথায় মোরা চললাম
বলতে বলতে ভালবাসারই কথা বললাম
চলতে চলতে জানিনা কোথায় মোরা চললাম
বলতে বলতে মোরা ভালবাসারই কথা বললাম
সেই তো তোমায় আমার কাছে আসতে হলো
সেই তো আবার ফাগুনটাকে হাসতে হ'লো
সেই তো তোমায় আমার কাছে আসতে হলো
সেই তো আবার ফাগুনটাকে হাসতে হলো
পলাশ বলে আমায় ডাকি
চেনো আমায় জানো নাকি ?
রঙের এই আগুনেতে জ্বললাম
চলতে চলতে জানিনা কোথায় মোরা চললাম
বলতে বলতে ভালবাসারই কথা বললাম
জীবনপথে চললে তুমি সঙ্গে যারে
তাকে আপন করে নাও গো বেঁধে অঙ্গীকারে
জীবন পথে চললে তুমি সঙ্গে যারে
তাকে আপন করে নাও গো বেঁধে অঙ্গীকারে
মনে রেখো তোমায় নিয়ে
জীবন পথে চলতে গিয়ে
পথেরই অনেক কাঁটা দললাম
চলতে চলতে জানিনা কোথায় মোরা চললাম
বলতে বলতে ভালবাসারই কথা বললাম
চলতে চলতে জানিনা কোথায় মোরা চললাম
বলতে বলতে ভালবাসারই কথা বললাম।

● কণ্ঠ : সন্ধ্যা মুখার্জী ●

ভুলের বাসরে খেলা শুধু ভেঙ্গে যায়
ভুলের বাসরে খেলা শুধু ভেঙ্গে যায়
আরও কথা মোর বাকি রয়ে গেছে
হলোনা বলা যে হায়
খেলা শুধু ভেঙ্গে যায়
ভুলের বাসরে খেলা শুধু ভেঙ্গে যায়

মৌল প্রাণের ভাষা
জাগালো তবু যে আশা
দিতে চেয়ে ব্যথা ভুল করে তবু
দিতে চেয়ে ব্যথা ভুল করে তবু
মিছেই কেন পাখী গায়
ভুলের বাসরে খেলা শুধু ভেঙে যায়
নিলরুবা রাত কাঁদে গো
নেই সুর ছেঁড়া তারে
সেতো নাহি জানে
মন দিয়ে হায়
আপন যে ভাবি তারে
বিরহের ব্যথা ভুলে
মন রাখি তার খুলে
বিরহের ব্যথা ভুলে মন রাখি তার খুজে
ফিরে এলে প্রিয় কব শুধু তারে
ফিরে এলে প্রিয় কব শুধু তারে
জাননা কি মন চায়—

● কণ্ঠ সন্ধ্যা মুখার্জী ●

দুচোখের রঙিটতে ভিজে ভিজে
ফোটে যে স্মৃতির রজনীগন্ধা
তখনি তো আসে গো শ্রাবণসন্ধ্যা
শ্রাবণসন্ধ্যা
শ্রাবণসন্ধ্যা
শ্রাবণসন্ধ্যা

দু'চোখের রঙিটতে ভিজে ভিজে
সে সময় কত কথা মনে পড়ে যায়
মন যেন মন নিয়ে খেলা করে হায়
সে সময় কত কথা মনে পড়ে যায়
মন যেন মন নিয়ে খেলা করে হায়
মনে পড়ে সেই পিয়া মুখ চন্দা
মনে পড়ে সেই পিয়া মুখ চন্দা
তখনি তো আসে গো শ্রাবণসন্ধ্যা
শ্রাবণসন্ধ্যা
শ্রাবণসন্ধ্যা

দু'চোখের রঙিটতে ভিজে ভিজে
সে সময় সব ব্যথা মন ভুল যায়
স্মরণের বাতায়ণ যায় খুলে যায়
সে সময় সব ব্যথা মন ভুলে যায়
স্মরণের বাতায়ণ যায় খুলে যায়
মেঘ ছায়া আমি যেন সুখ তন্দ্রা
মেঘ ছায়া আমি যেন সুখ তন্দ্রা
তখনি তো আসে গো শ্রাবণসন্ধ্যা
শ্রাবণসন্ধ্যা
শ্রাবণসন্ধ্যা

দু'চোখের রঙিটতে ভিজে ভিজে
ফোটে যে স্মৃতির রজনীগন্ধা
তখনি তো আসে গো শ্রাবণসন্ধ্যা
শ্রাবণসন্ধ্যা
শ্রাবণসন্ধ্যা

রূপায়ণে

পদ্মশ্রী সুচিত্রা সেন

শমিত ভঞ্জ - সুমিত্রা মুখার্জী - উৎপল দত্ত - শেখর চ্যাটার্জী
জহর রায় - চিন্ময় রায় - বঙ্কিম ঘোষ - শ্রীগঙ্গাপদ বসু - সাধনা রায়চৌধুরী
বনানী চৌধুরী - সন্তোষ সিংহ - অপর্ণা দেবী - কল্যাণী ঘোষ - ছবি রায়
শিবপদ মিত্র - বাচ্চু ভট্টাচার্য্য - নবাগত সুনীলকুমার - বেলা রায় - তৃপ্তি দাস
তপতী বর্মণ - আইভিলতা ব্যানার্জী - ভানু চ্যাটার্জী - সাধনা সেনগুপ্ত - জ্যাম
বড়ুয়া - ইন্দিরা দে - মাঃ মানসকুমার - রাজেশ - রবীন - সন্তু - সমর
ননী - মহাদেব - রীতা - গীতা - সীতা - রীণা - কবিতা - সুমনা - শ্যামল এবং
নটসূর্য্য অহীন্দ্র চৌধুরী।

ইন্দ্রপুরী স্টুডিও ও টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে গৃহীত এবং আর. বি. মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্মস্ ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত।

বিশ্ব পরিবেশনা : কালীমাতা ফিল্মস্ ॥ ২, জহরলাল নেহেরু রোড, কলিকাতা-১৩

কালীমাতা প্রোডাকসন্সের দ্বিতীয় নিবেদন

আরব্য উপন্যাসের অবিস্মরণীয়
প্রণয় উপাখ্যান অবলম্বনে :।
সংগীতবহুল চিত্রকাব্য.....

লয়লা মজনু

● বাংলা ও বোম্বাই-এর
জনপ্রিয়
শিল্পী
সমন্বয়ে
নির্মীয়মান ●

কালীমাতা ফিল্মসের প্রচার সচিব শ্রীনিতাই দত্ত কর্তৃক
২, জওহরলাল নেহেরু রোড, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।
মুদ্রনে :- প্রিন্টওরিয়েন্ট এণ্ড কোং, ৩২/১৩বি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
● পরিকল্পনা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : শ্রীপঞ্চানন ●